রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ডিসেম্বর ১০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ ডিসেম্বর, ২০১২/ ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্‌দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ৪৫ নং আইন

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনামা সংশোধন।**—সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনামায় উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের প্রস্তাবনা সংশোধন**।—উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন সংশোধন**।—উক্ত আইনের সর্বত্র, যথাক্রমে, "সদস্য" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনার", "সদস্যগণ" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারগণ", "সদস্যকে" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারকে", "সদস্যবৃন্দ" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারবৃন্দ", এবং "সদস্যপদে" শব্দের পরিবর্তে "কমিশনারপদে", শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) "কমিশনার" অর্থ কমিশনের কমিশনার;";

(গ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশনের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) দফা (চ) বিলুপ্ত হইবে।

৭। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "চার বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ঝ) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা (ঝঝ) ও (ঝঝঝ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(ঝঝ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতক্রমে, কোন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ হইতে সিকিউরিটিজ লেনদেন সম্পর্কিত তদন্তাধীন ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ড তলব;